তারিখ ... 12 FEB 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক বাংলা

০৪

শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি

চৌদ্দগ্রাম উপজেলার একটি মাদ্রাসায় পাঁচজন ভুয়া শিক্ষকের নামে গত তিন বছর ধরে বেতন তোলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এক খবরে বলা হয়েছে, যে পাঁচ ব্যক্তিকে মাদ্রাসার শিক্ষক বলে দেখানো হয়েছে তারা কেউই সেখানে চাকরি করেন না।

শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের দুর্নীতি অবশ্য নতুন কোন ব্যাপার নয়। ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভুয়া শিক্ষক ও ভুয়া ছাত্রদের যোগসাজশে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই একটা ভুয়া ব্যাপারে পরিণত হতে চলেছে। একটা সময় ছিল যখন মনে করা হত, অন্তত শিক্ষাঙ্গন দুর্নীতিমুক্ত থাকবে। কিন্তু আশার সেই ক্ষীণ শিখাও নিবে গেছে। শিক্ষকদের অনুদান নিয়ে ঘাপলা চলছে। ভুয়া ছাত্রদের এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পাঠানো হচ্ছে। ভুয়া ছাত্ররা পরীক্ষায় নকল করছে। এতটা কষ্ট আবার কেউ কেউ করতে নারাজ। তারা সার্টিফিকেট জাল করে বাজারে দিব্যি কাজ বাগিয়ে নিচ্ছে।

এ সবের একটা বিহিত হওয়া দরকার। শিক্ষাঙ্গন থেকে দুর্নীতির শিকড় উৎপাটন করা গেলে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়তোবা তার প্রভাব পড়ত। অবশ্য সমাজের সার্বিক অবস্থার বাইরে শিক্ষাঙ্গন কতদিন সুনীতির মরূদ্যান হয়ে বেঁচে থাকতে পারবে সে বিষয়ে প্রশ্ন আছে। কিন্তু মরূদ্যানও প্রাকৃতিক বাস্তবতা। আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলিকে দুর্নীতিমুক্ত করে সুনীতির মরূদ্যানে গড়ে তুলতে হবে।

চৌদ্দগ্রাম উপজেলার একটি মাদ্রাসায় দুর্নীতি সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠেছে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তার তদন্ত করবেন। সার্বিকভাবেও শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্ত হওয়া দরকার।